প্রথম আলো
বুধবার, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১২
editorial@prothom-alo.info

(25)

৩১ হাজার বছরের পুরোনো বীজ থেকে গাছ!

ফলটি ছিল ৩০ হাজার বছরের বেশি পুরোনো। তাতে থাকা বীজ থেকে এ কালের আলোবাতাসে জন্মেছে গাছ। ফুটেছে ফুলও।

এমন বিস্ময়কর ঘটনা ঘটানোর দাবিদার রাশিয়ার ইনস্টিটিউট অব সেল বায়োফিজিকসের একদল বিজ্ঞানী।

এর আগে যে সংরক্ষিত বীজ থেকে চারা গজানো সম্ভব হয়েছিল তার বয়স এবারের তুলনায় বেশ কম, দুই হাজার বছরের কিছু বেশি মাত্র।

গতকাল মঙ্গলবার *প্রসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস*-এ রুশ বিজ্ঞানীদের এই চমকপ্রদ সাফল্যবিষয়ক গবেষণা নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, সাইবেরিয়ার কলিমা নদীর তীরে সাইলেন স্টেনোফাইলাসহ বেশ কিছু গাছের ফল পাওয়া গিয়েছিল। এটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের রোমশ হাতি ম্যামথের দেহাবশেষ অনুসন্ধানের জন্য বিশ্বের শীর্ষ সারির স্থানগুলোর একটি। ফলগুলো পাওয়া গেছে 'পার্মাফ্রস্ট' বলে পরিচিত চির হিমের পরিবেশে। এমন পরিবেশে তাপমাত্রা স্থায়ীভাবে হিমাঙ্কের

নিচে থাকায় প্রাণীর দেহাবশেষ বা ফল ও বীজ হাজার হাজার বছর ধরে না পচে সংরক্ষিত থাকা সম্ভব। কাঠবিড়ালিরা ফলগুলো জমিয়ে রেখেছিল বলে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের ধারণা।

রাশিয়ার একাডেমি অব সায়েন্সেস-এর গবেষক সেভেতিয়ানা ইয়াশিনা ও ডেভিড গিলিচিনস্কি বলেন, জীববিজ্ঞানবিষয়ক প্রত্ন উপাদান নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে এটি যুগান্তকারী ঘটনা হতে পারে। প্রাচীন যুগের যেসব উদ্ভিদ ও প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তা পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে এই গবেষণার ফল বিশেষ কাজ দেবে বলে মনে করছেন তাঁরা।

এর আগে ইসরায়েলের মরু সাগরের (ডেড সি) কাছে মাসাদা দুর্গে পাওয়া বীজ থেকে উদ্ভিদের জন্ম দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। বীজগুলো ছিল দুই হাজার বছরের বেশি পুরোনো।

নতুন পাওয়া এই ফলের ক্ষেত্রে গবেষকেরা রেডিওকার্বন পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছেন, এর বয়স ৩১ হাজার ৮০০ বছর। হিসাবে বড়জোর ৩০০ বছর এদিক-সেদিক হতে পারে।

ভূপৃষ্ঠ থেকে ২০ থেকে ৪০ মিটার গভীরে কাঠবিড়ালির গর্তগুলো আবিষ্কার করেন রুশ বিজ্ঞানীরা। এসব গর্ত থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রাচীন গাছের হাজার হাজার ফল ও বীজ উদ্ধার করা হয়। এএফপি, বিবিসি।